সংবাদ

18 JAN 2017

সাতবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণ দাবি

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ১৮ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

সুজানগর উপজেলার ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সাতবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি দীর্ঘ ১৮ বছরেও বাস্তবায়িত হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পরও প্রাচীন এ কলেজটি জাতীয়করণ না হওয়ায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার সর্বশ্রেণি পেশার মানুষ কলেজটি জাতীয়করণের দাবিতে মানববন্ধন, সমাবেশসহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়েছে।

সুজানগর উপজেলার পদ্মা তীরবর্তী প্রাচীন জনপদ সাতবাড়িয়া। সাতবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজ উপজেলার শিক্ষাপ্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে ৬ আগষ্ট সাতবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে পাবনা-২ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য আহম্মদ তফিজ উদ্দিনের স্মরণসভায় লাখ জনতার সমাবেশে কলেজটি জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেন। জাতীয়করণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়। গত ২১ আগষ্ট ৯৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব ম,আ,ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক পত্রে কলেজটি জাতীয়করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষাসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের মহা-পরিচালক ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশ দেন। এরপর ক্ষমতার পালাবদল হলে কলেজটি জাতীয়করণের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান সরকার বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের পদক্ষেপ নিলেও এ কলেজটি অজ্ঞাত কারণে তালিকা থেকে বাদ পরে যায়। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসি কলেজটি জাতীয়করণের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলসহ মানববন্ধন করেছে। কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ফজলুল হক জানিয়েছেন, সরকার কলেজ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমাদের প্রত্যাশা ছিল এ কলেজটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয়করণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পরও কলেজটি জাতীয়করণ না করায় আমরা ব্যথিত। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাতবাড়ীয়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শামছুল আলম জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত এ কলেজটি জাতীয়করণ এখন এলাকার প্রাণের দাবি। কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পাবনা-২ আসনের এমপি মরহুম আহম্মদ তফিজ উদ্দিনের জৈষ্ঠপুত্র সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আহম্মদ ফিরোজ কবির কলেজটি জাতীয়করণে প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।